অগাস্টে ইভিএম পরীক্ষা শেষ করার নির্দেশ

কলকাতা, ২১ জুলাই : রাজ্যে বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রস্তুতি আরও জোরকদমে শুরু করল নির্বাচন কমিশন। ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট পরীক্ষা আগামী অগাস্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই শেষ করতে নির্বাচন কমিশন জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছে। তবে কোভিড প্রোটোকল মানার ব্যাপারে কমিশন খুবই সতর্ক পদক্ষেপ করতে চাইছে।

বিধানসভা ভোটচলাকালীন বিভিন্ন রাজ্যে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি নিয়ে আদালতের ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছিল কমিশনকে। তাই উপনির্বাচনে করোনাবিধি মানার ব্যাপারে কমিশন সব দিক খতিয়ে দেখতে চাইছে। উপনির্বাচন করতে গিয়ে যাতে করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি না হয়, সেদিকে নজর রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ইভিএমের ফার্স্ট লেভেল চেকিং শুরু হয়েছে। অগাস্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই তা শেষ করার জন্য কমিশনের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, কমিশন যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে মনে করা হচ্ছে, অগাস্টের শেষে অথবা সেপ্টেম্বরে কমিশন উপনির্বাচন করাতে পারে। এদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধানসভা থেকে নভেম্বরের আগে নির্বাচিত হতে হবে, না হলে সাংবিধানিক সংকট দেখা দেবে কারণ তারপর মুখ্যমন্ত্রিত্বের পদে থাকা সম্ভব হবে না তাঁর পক্ষে। সেই কারণে ইতিমধ্যেই তৃণমূল সাংসদরা দ্রুত উপনির্বাচনের দাবিতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন। কমিশন তাঁদের আশ্বস্ত করেছে যে সঠিক সময়েই উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে অসতর্ক হতে রাজি নয় কমিশন।

এখনই রাজ্যে স্কুল খুলছে না

কলকাতা, ২১ জুলাই : আইসিএমআর ডিরেক্টর যতই প্রাথমিক স্কুল খোলার ব্যাপারে সবুজ সংকেত দিন না কেন রাজ্যে স্কুল খোলার এখনই কোনও পরিকল্পনা নেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কায় এখনই রাজ্যের কোনও স্কুল খুলছে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তর।

দিল্লিতে আইসিএমআর ডিরেক্টর জেনারেল বলরাম ভার্গব বলেছেন, 'এই মুহূর্তে দেশে প্রাথমিকস্তরে স্কুল খুলে দেওয়া উচিত। কারণ শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় সংক্রমণের বিরুদ্ধে ভালো প্রতিরোধ গড়তে পারে।' তবে তিনি সেক্ষেত্রে বেশকিছু বিধিনিষেধের কথাও বলেছেন। তার মধ্যে অন্যতম, শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী ও স্কুলের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের টিকাকরণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে হবে। স্কুল শিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, তারা দ্বিতীয় ঢেউয়ের আগে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে স্কুল খুলেছিল ফেব্রুয়ারি মাসে। কিন্তু মহামারির দাপটে তা বেশিদিন চালু রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে তৃতীয় ঢেউয়ে যেখানে শিশুদের সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে সেখানে স্কুল খোলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। জনস্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাক্তার জয়দেব রায় জানিয়েছেন, ক্যাম্পাস খোলার প্রাথমিক শর্ত হওয়া উচিত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের টিকাকরণ। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে দ্রুত স্কুল খোলা উচিত হবে না। যখন খোলা হবে তখন উঁচু ক্লাস দিয়েই স্কুল খোলা উচিত।

রাজ্যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শপথ বিজেপির

শহিদ দিবসে পালটা শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২১ জুলাই : বুধবার তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবসের পালটা বিজেপির শহিদ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবস পালন এই প্রথম রাজ্য রাজনীতিতে নতুন মাত্রা এনে দিল। এর আগেও বছরের পর বছর ধরে তৃণমূলের এই শহিদ দিবস পালিত হয়েছে রাজ্যে। তবে এবার শহিদ স্মরণকে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের গণ্ডিতে বেঁধে রাখতে চাননি। ২৮তম শহিদ দিবস এবার সর্বভারতীয় স্তরে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। পালটা বিজেপি এদিনের শহিদ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবস পালনকে রাজ্য ছাড়িয়ে দেশের রাজধানী দিল্লিতে নিয়ে যেতে চেয়েছে।

দিল্লির রাজঘাটে পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও, গণতন্ত্র বাঁচাও স্লোগান তুলে ধর্নায় বসেছেন বিজেপি সাংসদরা পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে। দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে একাধিক বিজেপি সাংসদ সেখানে উপস্থিত দিলেন। একইভাবে এই কর্মসূচি এদিন কলকাতা ও রাজ্যে দলের তরফে সব জেলা ও মণ্ডল স্তরে শহিদ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবস পালন করা হয়। দলের রাজ্য দপ্তর মুরলীধর সেন লেন ও হেস্টিংস কার্যালয়েও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্য সহ একাধিক রাজ্য নেতা এই কর্মসূচিতে যোগ দেন।

দিল্লির রাজঘাটে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও কলকাতা সহ রাজ্যে শুভেন্দু সহ দলের নেতৃবৃন্দ শহিদ শ্রদ্ধাঞ্জলির পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে শাসকদল তৃণমূলের হিংসা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। দিল্লির রাজঘাটে দিলীপ অভিযোগ করেন, পুলিশের গুলিতে নিহত শহিদদের স্মরণ করতে শাসকদল তৃণমূল শহিদ দিবস পালন করছে। অথচ এই তৃণমূলের হিংসা ও সন্ত্রাসে বিজেপির ১৭৫ জন কর্মী খুন হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর শপথের দিন থেকে এদিন পর্যন্ত তৃণমূলের সন্ত্রাসে বলি ৩০ জন বিজেপি কর্মী। ওদের সন্ত্রাসে এখনও রাজ্যে প্রায় ২০ হাজার বিজেপি কর্মী ঘরছাড়া। পুলিশ ও প্রশাসন নিষ্ক্রিয়। যার প্রমাণ মিলেছে সদ্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে। দিলীপের মন্তব্য, 'আমরা চাই রাজ্যে এই খুনের রাজনীতি বন্ধ হোক। মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর আমলে রাজ্যে মহিলাদের ওপর আক্রমণ ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে।'

এদিন শহিদ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবস কর্মসূচির পর দিলীপকে প্রশ্ন করা হয় আগামী ২০২৪-এ লোকসভা ভোটের লক্ষ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী ঐক্য গড়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'মুখ' হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। এই বিষয়ে দিলীপের প্রতিক্রিয়া, 'এ চেষ্টা তো গত ২০১৯-এ লোকসভা ভোটের আগেও হয়েছে। তৃণমূল নেত্রী বিরোধী নেতাদের ব্রিগেডে এনে মাছভাত খাইয়ে সভা করেছিলেন। লাভ কী হয়েছিল? রাজ্যে ওই ভোটে ৪২টির মধ্যে তৃণমূলের জেতা ৩৪টি আসনের সংখ্যা ২২-এ নেমে গিয়েছিল। আর যেসব বিরোধী নেতা-নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ওই লোকসভা ভোটে হেরে সংসদে পৌঁছোতে পারেননি। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ওই ভোটে ১৮টি আসন জিতেছিল।' দিলীপের মন্তব্য, 'নেত্রী আগে তাঁর রাজ্য সামলান। দেশটা মোদিজিই সামলে নেবেন।'

কলকাতায় এই নিয়ে মুখ খোলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু ও শমীক সহ দলের একাধিক নেতা। শুভেন্দুর অভিযোগ, 'হিংসায় বাংলায় সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে তৃণমূল। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার রিপোর্টে বলেছে, পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন নেই, শাসকের আইন চলছে। রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা দেশের সব ধরনের হিংসার ঘটনাকে ছাপিয়ে গিয়েছে।' শুভেন্দুর দাবি, ৫ মে থেকে গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার পর্যন্ত রাজ্যে ৩০ জন মারা গিয়েছেন। মহিলারা আক্রান্ত হচ্ছেন। পুলিশ সবকিছু জেনেও কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

এদিন দলের কর্মসূচির পর কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্যে দলের প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। মূলত মুখ্যমন্ত্রী এদিন শহিদ দিবসের ভাষণে যেসব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন তার পালটা প্রতিক্রিয়া দেন তিনি। রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা ও খুনের ঘটনা নিয়ে বিজেপি যা ছবি দিয়ে দাবি করেছে সেই প্রসঙ্গে শমীকের বক্তব্য, 'তৃণমূল এইসব ঘটনার কথা অস্বীকার করলে চলবে না। তারা আদালতে হলফনামা দিয়ে বলুক রাজ্যে ভোট পরবর্তী কোনও হিংসার ঘটনা ঘটেনি।'

হেস্টিংসে বিজেপির শহিদ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবসের অনুষ্ঠান। ছবি : রাজীব মণ্ডল

বিজেপির চ্যালেঞ্জ

- বিজেপির দাবি, তৃণমূল রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা অস্বীকার করতে চাইছে
- সাহস থাকলে তারা আদালতে হলফনামা দিয়ে এই হিংসার কথা অস্বীকার করুক
- ভোট পরবর্তী হিংসায় শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে বিজেপি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবস পালন করে
- রাজ্য রাজনীতিতে এই দিবস নতুন মাত্রা যোগ করেছে

কালীঘাটের ভার্চুয়াল শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুকুল রায়।

দ্বিতীয় ঢেউয়ের শঙ্কায় কেন্দ্রকে নিশানা মমতার

কলকাতা, ২১ জুলাই : করোনায় দেশে ৪ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর জন্য বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি, এই রাজ্যেও দ্বিতীয় ঢেউ আসার পিছনে নির্বাচন চলাকালীন সারা দেশের বিজেপি নেতাদের 'ডেইলি প্যাসেঞ্জারি'কে দায়ী করেছেন তিনি। তিনি বলেন, 'করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আমরা সামলে নিতে পারতাম। কিন্তু আট দফায় নির্বাচন করতে গিয়ে বিজেপি নেতারা ঘনঘন এই রাজ্যে এসেছেন। করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার কোনও নজর না দিয়ে নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ওরা বারবার এখানে এসে করোনা ছড়িয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এখনও পর্যন্ত সারা দেশে ৪ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অক্সিজেন, ওষুধ, টিকা- কোনওকিছুরই ব্যবস্থা করতে পারেনি ওরা।'

মমতা বলেন, 'পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের কর থেকে ওরা ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা রোজগার করছে। অথচ সারা দেশে ১৩০ কোটি মানুষের টিকার ব্যবস্থা করছে না। আমাদের ১৪ কোটি টিকার দরকার। তার মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র ২ কোটি ১২ লক্ষ টিকা ওরা দিয়েছে। এভাবে চললে কত বছরে সবার টিকাকরণ সম্ভব? ওরা কাজের কাজ কিছু করে না, শুধু মন কি বাত শুনিয়ে যায়।'

এদিন সমাবেশে হাজির বিরোধী কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে রাজ্য সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি। কৃষক, মহিলা, সংখ্যালঘু, শ্রমিকদের জন্য এই রাজ্যের সফল প্রকল্পগুলির উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'সারা দেশেই এই ধরনের প্রকল্প চালু হওয়া উচিত। কৃষকদের আমরা ১০ হাজার টাকা করে দিচ্ছি। এমনকি যাঁর মাত্র এক কাঠা জমি আছে, তিনিও ৪ হাজার টাকা পাচ্ছেন। ছাত্রদের জন্য ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা করেছি। ১০০ দিনের কাজে আমরা দেশের মধ্যে প্রথম। এখানে বিয়ে করার জন্য যেমন টাকা পাওয়া যায়, তেমনই অন্ত্যেষ্টির জন্যও সরকার ২ হাজার টাকা করে দেয়।' একে একে রূপশ্রী, সবুজশ্রী, খাদ্যসাথী, আনন্দধারা ইত্যাদির উদাহরণ তুলে ধরে তিনি দাবি করেন, 'গুজরাট নয়, বাংলা মডেল রাজ্য।' এখানে কৃষকদের শষ্যবিমার খরচও সরকারই বহন করে।'

টিকায় ব্রাত্য ভোটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ২১ জুলাই : বিধানসভা ভোটের সময় ঢাকঢোল পিটিয়ে নির্বাচন কমিশনের তরফে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর করা হয়েছিল বিশেষভাবে সক্ষম খর্বকায় দুই ভাইকে। ভোট মিটে যেতেই তাঁরা এখন এতটাই ব্রাত্য যে, অনেক চেষ্টা করেও এখনও কোভিডের টিকা পাননি। এই দুই ভাই সঞ্জীব মণ্ডল ও মানিক মণ্ডলের বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের মেমারির কলানবগ্রামে। বাড়িতে রয়েছেন বৃদ্ধা মা। মাটির ঘরেই তাঁদের বসবাস। সরকারি ভাতার টাকা আর দু'চারটে ছাগল, মুরগি প্রতিপালন করে যেটুকু রোজগার হয় তা দিয়েই তাঁরা দিনগুজরান করেন।

সঞ্জীব ও মানিককে গত বিধানসভা ভোটে মেমারি বিধানসভার 'ভোট আইকন' করা হয়। নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থাপনায় 'প্রতিবন্ধী' এবং '৮০-র ঊর্ধ্ব' ভোটারদের ভোটদানে উৎসাহিত করার ব্যাপারে তাঁরাই হয়েছিলেন প্রধান মুখ। ভোটের সময় নিঃস্বার্থভাবেই এই দুই বিশেষভাবে সক্ষম ভাই ট্রাইসাইকেলে চড়ে গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবে সবাইকে অংশ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানানোর কাজ চালিয়ে যান।

সঞ্জীব মণ্ডল ও মানিক মণ্ডল বুধবার আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, ভোট শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই এখন আর আমাদের কথা কেউ মনে রাখে না। মনে রাখেনি সরকারও। সেই কারণে কোভিডের তৃতীয় ঢেউয়ের আগেও আমরা কোভিডের টিকা পাইনি। অনেকবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়েছি। লাইনে দাঁড়িয়েও ভ্যাকসিন না পেয়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। সঞ্জীব ও মানিক আরও বলেন, ভ্যাকসিন পাওয়ার জন্য বিডিও অফিসেও জানিয়েছিলাম। তাতেও সুরাহা হয়নি। আদৌ টিকা পাব কি না তা বুঝতে পারছি না। বিডিও আলি মহম্মদ ওয়ালিউল্লাহ বলেন, 'তাঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। তবে বিষয়টি জেনেছি। খুব তাড়াতাড়ি ওঁদের ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করা হবে।'

> বিডিও অফিসেও জানিয়েছিলাম। তাতেও সুরাহা হয়নি। আদৌ টিকা পাব কি না তা বুঝতে পারছি না।
>
> – সঞ্জীব মণ্ডল ও মানিক মণ্ডল

২১-এর মঞ্চে উজ্জ্বল অভিষেক

কলকাতা, ২১ জুলাই : তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পর প্রথম ২১ জুলাইয়ের মঞ্চেই যথেষ্ট উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা গেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ২১-এর মঞ্চে দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য রাখেন অভিষেক।

ত্রিপুরাতে ২১ জুলাই কর্মসূচি করার অপরাধে তৃণমূল কর্মীদের ধরপাকড়ের বিরুদ্ধে তিনি টুইট করেন। এমনিতে এই বছর তৃণমূল ২১ জুলাইয়ের অনুষ্ঠানকে সর্বভারতীয় স্তরে ছড়িয়ে দিয়েছিল। তার ওপর জাতীয় রাজনীতির একঝাঁক প্রথমসারির অভিজ্ঞ নেতার ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা জাতীয় রাজনীতিতে তাঁকে আরও কয়েক কদম এগিয়ে দিল। এতদিন ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে মমতাই থাকতেন শেষ বক্তা। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মসূচি শেষ করতেন। কিন্তু এবার সেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে দেখা গেল অভিষেককে।

তিনি বলেন, 'উন্নততর ভারত গঠনের লক্ষ্যে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করব আমরা। স্বৈরতান্ত্রিক শক্তিকে পদানত করতে কোনও প্রচেষ্টা আমরা বাকি রাখব না। কোনও শক্তিই আমাদের থামাতে পারবে না। ভয় দেখিয়ে কোনও লাভ হবে না।'

বুধবার তৃণমূলের শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে শুনসান কলকাতা।

ফিরে দেখা ৯৩-এর আন্দোলনকে

কলকাতা, ২১ জুলাই : বর্তমান প্রজন্মের কাছে ২১ জুলাই শহিদ দিবসের ঘটনা আজ প্রায় ইতিহাস। তবু রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের কাছে এই দিনটি প্রতিবছরই নতুন তাৎপর্য বহন করে নিয়ে আসে। এবার শহিদ দিবস পালনে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকেও এক নতুন তাৎপর্য নিয়ে এসেছে। শহিদ স্মরণকে বাংলার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না রেখে দিনটি এবার সর্বভারতীয় স্তরে নিয়ে যেতে চেয়েছেন তিনি।

বাংলার রাজনীতিতে ২৮ বছর আগে এই দিনটি তৃণমূলকে আন্দোলনের হোতা হিসেবে তাঁকে একটা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছিল। তখন তিনি ছিলেন যুব কংগ্রেস নেত্রী। তারপর একটার পর একটা বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। গঙ্গার জলও গড়িয়েছে অনেক। কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল গড়ে প্রায় এক শক্তিতে নতুন দলকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন একটু একটু করে। তৃণমূলে শেষ কথা তিনি। নেত্রীর এই ধারাবাহিক প্রতিষ্ঠা লাভের প্রথম সোপান কিন্তু ২৮ বছর আগের ২১ জুলাই দিনটি।

কী হয়েছিল সেদিন? সালটা ১৯৯৩। তখন রাজ্যে ক্ষমতাসীন সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকার। বিরোধী দলের ভূমিকায় কংগ্রেস। কারচুপি করেই বামেরা ভোটে জিতেছে, এই অভিযোগ নিয়ে ২১ জুলাই সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্রের দাবিতে মহাকরণ অভিযানের ডাক দেন যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন সকাল থেকেই জমায়েত শুরু হয় যুব কংগ্রেস কর্মীদের মহাকরণ ঘিরে।

রাইটার্সের দিকে আসা সব রাস্তাতেই ছিল পুলিশের ব্যারিকেড। সব রাস্তাতেই পুলিশ আটকে দেয় মিছিলের গতিপথ। আর তাতেই গোলমালের শুরু। ব্যারিকেড ভেঙে মিছিলকারীরা রাইটার্সে যাওয়ার চেষ্টা করতেই বাধা দেয় পুলিশ। আর তাতেই সংঘর্ষ বাধে তাদের সঙ্গে পুলিশের।

পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট, পাথর বৃষ্টি শুরু হয়। পুলিশও বিক্ষোভকারীদের হঠাতে লাঠিচার্জের পাশাপাশি কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায়। এই পরিস্থিতিতে ব্র্যাবোর্ন রোডে মিছিলের নেতৃত্বে থাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি, কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি হয় মেয়ো রোড ও রেড রোডের মিছিলকে ঘিরে। পুলিশের ভ্যানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশও মারমুখী হয়ে ওঠে। বিক্ষোভকারীদের তাড়া খেয়ে পুলিশ অফিসার সহ অনেক পুলিশকর্মী পালাতে থাকেন। পরিস্থিতি আয়ত্বে আনতে এরপর পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে ১৩ জনের মৃত্যু হয়। আহত হয় অনেকে।

রাজ্য রাজনীতি এই ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বামেদের সঙ্গে লড়াইয়ে মুখ্য মুখ হয়ে ওঠেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

খেলা হবে দিবস ১৬ অগাস্ট

কলকাতা, ২১ জুলাই : এবছর বিধানসভা ভোটে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় ফিরে আসার পিছনে অবদান আছে একটি বিশেষ স্লোগানের, আর তা হল 'খেলা হবে'। তাই এই স্লোগানকে স্মরণীয় করে রাখতে চান মমতা। প্রতি বছর ১৬ অগাস্ট 'খেলা হবে' হবে দিবস পালন করবে রাজ্য সরকার। বুধবার শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে এই কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, দেশজুড়ে বিজেপি বিরোধী ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে এই 'খেলা হবে' স্লোগানকে সামনে রেখেই এগোতে চান মমতা। তিনি বলেন, 'আরও খেলা হবে। এবার দেশ জুড়ে খেলা হবে।'

এদিন খেলা হবে দিবসের যে ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সে প্রসঙ্গে বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'রাজ্যে তৃণমূল যে হিংসার রাজনীতি নিয়েই চলতে চায় এটাই তা প্রমাণ করে। ১৯৪৬ সালের ১৬ অগাস্ট রাজ্যের বাঙালি হিন্দুদের কাছে একটা কলঙ্কিত দিন। ওইদিন সুরাবর্দির নেতৃত্বে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ের জন্য ডিরেক্ট অ্যাকশনের ডাক দিয়েছিলেন। প্রায় ১০ হাজার মানুষের প্রাণ গিয়েছিল।'

বিজেপি সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত টুইট করে এদিন লেখেন, '১৯৪৬ সালে এই দিনটিতেই মুসলিম লিগ গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস শুরু করেছিল। আজকের খেলা হবে স্লোগান হিংসার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

জাগো বাংলা এখন দৈনিক

কলকাতা, ২১ জুলাই : তৃণমূলের দলীয় মুখপত্র 'জাগো বাংলা' বুধবার থেকে দৈনিক প্রকাশিত হওয়া শুরু হল। এদিন শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে এই পত্রিকার দৈনিক প্রথম সংখ্যার উদ্বোধন করেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মমতা বলেন, 'গত ১৭ বছর ধরে আমরা জাগো বাংলা চালাচ্ছি। এই পত্রিকাটি দৈনিক করার ইচ্ছা আমাদের ছিল। এই পত্রিকাটি দৈনিক করতে পেরে খুশি। এবার থেকে মানুষের কথা তুলে ধরবে জাগো বাংলা।'

খুশি শহিদ বিশ্বনাথের পরিবার, পথ চেয়ে ফেলানি

বিজনকুমার সাহা

নবদ্বীপ, ২১ জুলাই : করোনা পরিস্থিতিতে পরপর দু'বছর ২১ জুলাই ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সমাবেশ বন্ধ। তাই তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হয়নি শহিদ বিশ্বনাথ রায়ের পরিবারের।

১৯৯৩ সালে এই দিনটিতে মমতার নেতৃত্বাধীন যুব কংগ্রেসের ডাকে মহাকরণ চলো অভিযানের ডাকে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল ১৩ জনের। কংগ্রেস ছেড়ে নিজের দল গড়েছেন মমতা। কিন্তু ওই শহিদদের স্মরণে এখনও ২১ জুলাই দিনটিকে শহিদ দিবস হিসেবে পালন করে তৃণমূল। এই দিনটিতে বিশ্বনাথ রায়ের স্ত্রী মিতালি, পুত্র রাজীব ও পরিবারের বাকিদের মন ভরে থাকে বিষণ্ণতায়। এর মধ্যেই একটাই খুশির ঝিলিক থাকে যে দিদির সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু দু'বছর ধরে সেটুকুও অতীত।

তবু এই দিনটিতে কর্তব্য থেকে সরে যাননি মমতা। বুধবারও তৃণমূল সাংসদ দোলা সেনকে বিশ্বনাথ রায়ের স্ত্রীর কাছে বরানগরের ব্যানার্জি পাড়ায় পাঠিয়েছেন তিনি। মমতার তরফে দোলা বিশ্বনাথের স্ত্রীকে উপহার দিয়েছেন শাড়ি, পরিয়ে দিয়েছেন নীল-সাদা উত্তরীয়। বরানগর পুরসভার মুখ্য প্রশাসক অপর্ণা মৌলিক ও স্থানীয় ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর অনিন্দ্য চৌধুরীও কথা বলে গিয়েছেন তাঁদের বাড়িতে এসে। সেদিনের স্মৃতি হাতড়ে বিশ্বনাথের স্ত্রী বলেন, 'মমতা দিদি না থাকলে কোলের সন্তান নিয়ে আমরা শেষ হয়ে যেতাম। সেই দিন থেকে পুরো পরিবারের দায়িত্বই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন দিদি। তাই দেখা না হওয়ায় খারাপ লাগছে।'

মমতার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় খারাপ লাগছে ফেলানি বসাকেরও। ধর্ষিতা হয়েছিলেন মূক ও বধির ফেলানির মেয়ে। অভিযোগ উঠেছিল ফুলিয়া পাড়ার এক সিপিএম নেতার বিরুদ্ধে। ফেলানি সুবিচার চাইতে হাজির হয়েছিলেন প্রতিবাদী বিরোধী নেত্রী মমতার কাছে। তাঁকে নিয়ে মমতা হাজির হয়েছিলেন মহাকরণে, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে বিচার চাইতে। সেদিন সবাইকেই মহাকরণ থেকে ফিরতে হয়েছিল রক্তাক্ত হয়ে।

ভাঙা টিনের চালের ঘরে বসে ৭০ বছরের ফেলানি তাঁর অভিমানের কথা জানান। বলেন, 'সেই ঘটনার পর থেকে বহুবার দিদির সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছি। স্থানীয় নেতা পিটার বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বহু নেতা কলকাতা ও জেলার বিভিন্ন সভায় আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। আমাদের এই রাস্তা দিয়ে বহুবার গিয়েছেন মমতা। কিন্তু তবুও একবারের জন্য দেখা করেননি।' মমতা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার বছর ১৪ আগেই মারা গিয়েছেন দীপালি। ফেলানি বললেন, 'দিদি আমাকে বার্ধক্যভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এদিকে টিনের চাল দিয়ে অল্প বৃষ্টিতেই ঘর ভেসে যায়। বারবার আবেদন করেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আমি টিবি রোগী। চিকিৎসার খরচা নেই। স্থানীয় নেত্রী রিক্তা কুণ্ডু অবশ্য বছর খানেক ধরে মাসে মাসে ৫০০ টাকা পাঠিয়ে দেন।'

শহিদদের উদ্দেশ্যে গঙ্গার ঘাটে স্মৃতিতর্পণ কংগ্রেসের। ছবি : কৌশিক দত্ত

দিদির জন্য

- ভাঙা টিনের ঘরে বসে অপেক্ষায় আছেন ৭০ বছরের ফেলানি বসাক
- বিভিন্ন সভায় গিয়ে অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু দিদির সঙ্গে দেখা করতে পারেননি
- বার্ধক্যভাতা মিললেও ঘর মেলেনি, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই
- বাম আমলে ধর্ষিতা হয়েছিলেন এই মহিলার মূক ও বধির মেয়ে
- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে নিয়ে মহাকরণে গিয়েছিলেন জ্যোতি বসুর কাছে বিচার চাইতে

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : চাকুরিক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন । মাথার যন্ত্রণা দুশ্চিন্তায় রাখবে। বৃষ : গৃহসংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ। আজ পূর্ণ উদ্যমে ফেলে রাখা কাজ শুরু করে দিন। মিথুন : রাজনীতির ব্যক্তি হলে একা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না। ব্যবসায় অর্থাগম চলবে। কর্কট : ছোটো ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ব। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। সিংহ : দীর্ঘদিনের আটকে থাকা টাকা ফেরত পাবেন। বাবার পরামর্শ মেনে নিলে কোনো সাংসারিক সমস্যার সমাধান হবে। দাম্পত্যে সময় না দিলে সমস্যা। কন্যা : দাম্পত্যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কারণে সমস্যা। ক্রীড়ায় সফলতা আসবে। প্রিয়জনের সঙ্গে অহেতুক বিবাদে সারাদিন মনঃকষ্ট। তুলা : প্রয়োজনীয় নথিপত্র একবার দেখে রাখুন। বুকের অসুখকে অবহেলা করবেন না। বৃশ্চিক : অপ্রিয় সত্য বলে সমস্যায় পড়বেন। বিশ্বাসী ব্যক্তির দ্বারা প্রতারিত হতে পারে। ব্যবসায় সামান্য মন্দা। ধনু : দাম্পত্যে চলবে ভুল বোঝাবুঝি। কর্মক্ষেত্রে দলীয় বৃত্তে সমস্যা। মকর : হাড়ের ব্যথা বাড়বে। গৃহে শান্তি বিরাজ করবে। প্রেমে শুভ। কুম্ভ : বাবার পরামর্শ মেনে কোনো সাংসারিক জট কাটাতে পারবেন। চাকরিলাভে বিঘ্ন। মীন : হঠাৎ কাউকে বিশ্বাস করে ঠকবেন। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। ব্যবসায় বাড়তি লগ্নিতে ঝুঁকি নেই।

দিনপঞ্জি

মদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ বৃহস্পতিবার ৫ শ্রাবণ, ভাঃ ৩১ আষাঢ়, ২২ জুলাই ২০২১, ৫ শাওন, সংবৎ ১৩ আষাঢ় সুদি, ১১ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৫।৬, অঃ ৬।২২। বৃহস্পতিবার, ত্রয়োদশী দিবা ১২। ১১। মূলানক্ষত্র অপরাহ্ন ৪।৩। ইন্দ্রযোগ দিবা ১।১০। তৈতিলকরণ দিবা ১২।১১ গতে গরকরণ রাত্রি ১১।৭ গতে বণিজকরণ। জন্মে-ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, অপরাহ্ন ৪।৩ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১২।১১ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৩।৩ গতে ৬।২২ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৪ গতে ১।৪ মধ্যে। যাত্রা-শুভ দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৮।৩৫ গতে পূর্বেও নিষেধ, দিবা ১২।১১ গতে যাত্রা নাই, সন্ধ্যা ৬।২২ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম-দিবা ১০।২৬ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন, দিবা ১২।১১ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন পঞ্চামৃত গৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট এবং চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ১২।১১ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। বাংলার নবজাগরণের অন্যতম নেতা প্যারিচাঁদ মিত্রের জন্মদিবস। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৬।৫৭ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৫৯ মধ্যে। অমৃতযোগ-রাত্রি ১২।৪৮ গতে ৩।১ মধ্যে।